সার্ক দেশসমূহের এ্যানেসথেসিওলজিস্টদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০১৩

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, শুক্রবার, ১০ ফাল্গুন ১৪১৯, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সার্কভুক্ত দেশসমূহের এ্যানেসথেসিওলজিস্টবৃন্দ,

সম্মানিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

সার্কভুক্তি দেশসমূহের এ্যানেসথেসিওলজিস্টদের আজকের এই সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ্যানেসথেসিওলজি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ্যানেসথেসিওলজিস্টদের সেবা শুধু অপারেশন কক্ষে এখন আর সীমাবদ্ধ নেই। মারাত্মকভাবে অসুস্থ রোগীদের সেবাদান, অসহনীয় ব্যথা প্রশমন, দুর্ঘটনাস্থলে জরুরি সেবাদান কার্যক্রম এবং অনিরাময়যোগ্য রোগীর প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদানে এ্যানেসথেসিওলজিস্টগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন  করে থাকেন।

সুধিবৃন্দ,

স্বাস্থ্যসেবা জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তিকে রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে তা সংবিধানে সংযুক্ত করেছিলেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এজন্য স্বাস্থ্যসেবা খাতকে আমরা তিনটি স্তরে ভাগ করেছি।

প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্যসেবাদানে ইতোমধ্যেই আমরা যথেষ্ঠ সাফল্য অর্জন করেছি। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি এবং বিগত চার বছরের কার্যক্রমের ফলে।

স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে আমরা বিগত চার বছরে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে সারাদেশে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে চালু করা ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা আবার সে ক্লিনিকগুলো চালু করার ব্যবস্থা করেছি।

শুধু ক্লিনিক স্থাপনই নয়, আমরা প্রতিটি ক্লিনিকে রোগীরা যাতে স্বাস্থ্যসেবা পান সেজন্য ডাক্তারদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছি।

গত চার বছরে আমরা স্বাস্থ্যখাতে ৩৯ হাজারের বেশি কর্মী নিয়োগ দিয়েছি। এরমধ্যে ৫ হাজার  ৮ শোর বেশি চিকিৎসক, প্রায় ১৩ হাজার কম্যুনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, সাড়ে ৬ হাজার স্বাস্থ্য সহকারি, প্রায় দেড় হাজার নার্স, ১২ হাজার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি এবং আড়াইশো টেকনোলজিস্ট রয়েছেন।

মেডিকেল কলেজের জন্য ১ হাজার ৭৮৬ টি শিক্ষকের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ২ হাজার ৫৪৬টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নার্সদের পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।

আমরা সরকারি হাসপাতালে চিকিসা সেবার মান বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করার কাজ শুরু হয়েছে।

ইতোমধ্যে দু'শোর বেশি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। আরও প্রায় ১০০টিতে শয্যা বাড়ানোর কাজ চলছে। ১৮টি জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতালসহ ৪২টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। চারটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

বেসরকারি পর্যায়ে তিনটি নতুন মেডিকেল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ, তিনটি হোমিওপ্যথিক মেডিকেল কলেজ এবং ৪০টির বেশি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন আমরা দিয়েছি।

ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে টেলি-মেডিসিন সুবিধা প্রতিটি গ্রামে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩ হাজার ৭৮০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল হাসপাতালে ওয়েব ক্যামেরা ও ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪-ঘণ্টা স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য আমরা জাতিসংঘের এমডিজি-৪ এবং স্বাস্থসেবা খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বীকৃতি হিসেবে সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড পেয়েছি।

মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবার পরিধি বহুগুণে বাড়িয়েছি। ৯৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ৩ হাজার ৯০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে এ সেবা দেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ানো হবে। আমাদের এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ৭০ বছরে অতিক্রম করেছে।

সুধিবৃন্দ,

প্রাথমিক স্তরে সাফল্য অর্জনের পর আমরা মাধ্যমিক ও প্রান্তিকস্তরে স্বাস্থ্যসেবা আধুনিকায়ন, সেবার পরিধি বৃদ্ধি ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে কাজ করছি।

একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশের প্রচুর সংখ্যক রোগী বিদেশে যেতেন চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে আমাদের দেশে এখন বেশ কয়েকটি বিশ্বমানের হাসপাতাল গড়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন, দক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণা পরিচালনার জন্য আমরা গত মেয়াদে পিজি হাসপাতালকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। তার ফল আজ আমরা পাচ্ছি। আজকে বিশ্বমানের চিকিৎসক বাংলাদেশেই তৈরি হচ্ছে।

বাংলাদেশে এখন উন্নতমানের ঔষধ তৈরি হচ্ছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমাদের ঔষধ বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। কাজেই আমি আশা করি, অচিরেই আমরা চিকিৎসাসেবায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

উন্নত ও গুণগত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছি। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে আইসিইউ ও জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। সাথে সাথে বিশেষায়িত চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা বিস্তারের কাজ অব্যাহত আছে। উপজেলাসহ মহাসড়কের পাশে ট্রমা সেন্টারে এ্যানেসথেসিওলজিস্টসহ বিশেষায়িত চিকিৎসক পদায়নের ব্যবস্থা আমরা করেছি।

প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,

সার্কভুক্ত দেশসমূহ নানা সমস্যায় যেমন জর্জরিত, তেমনি আমাদের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। আমাদের সবচেয়ে সম্ভাবনার দিক হচ্ছে আমাদের এ অঞ্চলের জনগণের উদ্ভাবনী শক্তি, দক্ষতা এবং কর্মোদ্যোগ।

এ অঞ্চলের জনগণের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। দরিদ্রতার কারণে মানুষ চিকিৎসাসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমি মনে করি, আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ সার্ক দেশগুলোর যেকোন সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়েই আমরা এ অঞ্চলের মানুষের সার্বিক মুক্তি আনতে সক্ষম হব।

সার্কদেশভুক্ত এ্যানেসথেসিওলজিস্টদের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আমি আশা করি এতে করে আপনারা আরও ভালভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন।

আমি সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে এই সম্মেলনর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।